মানপত্র

মানপত্র বলতে কাউকে সম্বর্ধনার জন্য প্রদত্ত প্রশংসাসূচক ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপক অভিনন্দনপত্র বোঝায়। সম্বর্ধনা পত্র, অভিনন্দন পত্র বা সম্মান পত্র বলেও এগুলোকে অভিহিত করা হয়। মানপত্রের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাগত জানানো হয়ে থাকে। তাই মানপত্র স্বাগত অভিনন্দন হিসেবেও বিবেচিত হয়। মানপত্রে ব্যক্তির গুণাবলী ও প্রশংসা স্থান পায়। কাউকে সম্মান দেখানোর জন্য যেভাবে প্রশংসা করতে হয় মানপত্রে তাই বিবৃত হতে পারে। ব্যক্তির গুণাবলী নিয়েই মানপত্র পরিকল্পিত হয় এবং তার মাধ্যমে ব্যক্তির সম্পর্কে অবহিত হওয়া চলে।

মানপত্রে গুণাবলী প্রকাশক কতিপয় সম্বোধন থাকে। এক একটি সম্বোধন করে এক একটি অনুচ্ছেদ লেখা হয়। একটি অনুচ্ছেদ একটি ভাবের বাহন হয়ে থাকে। 'তুমি' বা 'আপনি'—দুধরনের সম্বোধনই হতে পারে।

মানপত্রের আকার খুব বড় হয় না। মানপত্র বাহুল্য বক্তব্যবর্জিত হওয়া উচিত এবং এতে কোন অভাব অভিযোগ বা দাবিদাওয়া থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

পত্র ১৪৬ ॥ কলেজে নবাগত ছাত্রদের সম্বর্ধনা জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত মানপত্র রচনা কর।

ঢাকা কলেজের একাদশ শ্রেণীর নবাগত ছাত্রদের সম্বর্ধনা উপলক্ষে

অভিনন্দন

হে নবাগত শিক্ষার্থী,

সগৌরব ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যাপীঠে তোমাদের আন্তরিক স্বাগত জানাই। জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর অতিক্রম করে উজ্জ্বল একঝাঁক প্রতিভা সম্ভাবনার দ্বারদেশে উপনীত হয়েছ। এখান থেকে শুরু হবে তোমাদের এক নবযাত্রা। তোমাদের আগামীদিনের যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক—তোমরা আমাদের অকৃত্রিম অভিনন্দন গ্রহণ কর।

হে আলোর পথের পথিক,

তোমাদের সামনে এক অনন্ত জ্ঞানের আলোর জগৎ। তোমরা সেই আলোর জগতের অভিসারী। তোমাদের অভিযাত্রায় একাগ্র সাধনা, কর্মে অনুরাগ, প্রচেষ্টায় আন্তরিকতা আর জীবনের সামনে মহৎ আদর্শ বিরাজমান থাকলে সাফল্য হবে অনিবার্য। জীবনপথে তোমরা সফলতা লাভ করে জীবনকে সুন্দর ও সফল করে গড়ে তোল এই আমাদের কামনা।

হে নবীন সাধক,

জীবনের পথে আছে বহুবিধ বাধাবিপত্তি। সেসব সাফল্যের সাথে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়াই যথার্থ পৌরুষের লক্ষণ। নিরন্তর সাধনা দিয়ে জীবনের পথকে সহজ করতে হবে, লক্ষ্যে পৌঁছার সকল বাধা বলিষ্ঠ হাতে দূর করতে হবে। জীবনের লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হলে নিজের জীবন যেমন উপভোগ্য হবে তেমনি জাতির জন্য অবদান রাখাও সহজ হবে। তোমার নিরলস সাধনা সে লক্ষ্যে নিয়োজিত হোক।

হে চির তরুণ,

উচ্ছল তারুণ্যের প্রাচুর্য তোমাদের মধ্যে বিরাজমান। তারুণ্যের দীপ্তি তোমাদের উজ্জ্বল করে, তারুণ্যের শক্তি তোমাদের উদ্দীপ্ত করে। কখনও তারুণ্যের চাঞ্চল্য প্রগলভ হয়ে ওঠে। সংযত আচরণ, বিনম্র মনোবৃত্তি, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসার, গভীর পাঠানুরাগ তোমাদের দান করুক মহত্তর চারিত্রিক সম্পদ।

তোমাদের জীবন হোক সুন্দর, হোক সাফল্যমণ্ডিত। এই মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তোমাদের অবস্থান হোক আনন্দময়।

তোমাদের প্রীতিধন্য
রাকিব হাসান
সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র সংসদ।

ঢাকা কলেজ
১-৯-৯৬

পত্র ১৪৭ ॥ তোমাদের কলেজের নতুন অধ্যক্ষের আগমন উপলক্ষে একটি মানপত্র রচনা কর।

চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ

ডঃ মাহমুদ হাসানের শুভাগমন উপলক্ষে

অভিনন্দন

মহান শিক্ষাগুরু,

আনন্দের রৌদ্রকরোজ্জ্বল এই শুভ মুহূর্তে গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষায়তনে আপনার যোগদানে আমরা জ্ঞাপন করছি আন্তরিক অভিনন্দন। আপনার শুভাগমনে আমরা উদ্দীপ্ত, আমরা উল্লসিত, আমরা আশান্বিত। আপনি আমাদের আনন্দিত হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করুন।

আলোর দিশারী,

আপনার সুদীর্ঘ দিনের জ্ঞানসাধনা আর দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনি এই ঐতিহ্যবাহী সুবিশাল প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আপনার অপরিমেয় প্রজ্ঞা, আপনার কর্মময় অভিজ্ঞতা, আন্তরিক কল্যাণচিন্তা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর গৌরবের পর্যায়ে উন্নীত করবে—এ আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়। আপনার সুদক্ষ নির্দেশনায় পরিচালিত হয়ে আমাদের শিক্ষার্থী জীবন সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবে বলে আমাদের আকুল প্রত্যাশা। আপনার কুশলী হাতের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় এই প্রতিষ্ঠান আর শিক্ষার্থীরা নতুন করে জেগে উঠুক—এ আমাদের স্বপ্ন।

পরম সুহৃদ,

তারুণ্যের প্রগলভতা, বয়সের চাঞ্চল্য কখনও আপনার বিরক্তির কারণ হতে পারে। আপনার উদার হৃদয়ের সীমাহীন স্নেহ আমাদের চাঞ্চল্যকে সংযত করে যথার্থ পথের সন্ধান দিয়ে সাফল্যের পথে পরিচালিত করুক। তারুণ্যের মাঝে নিহিত শক্তির উন্মেষ ঘটুক আপনার স্নেহস্পর্শে। আপনার পদতলে আমাদের জ্ঞানসাধনার আকুলতা পল্লবিত হয়ে উঠুক।

এই প্রতিষ্ঠানে আপনার অবস্থান সুখের হোক, সাফল্যের হোক।

গুণমুগ্ধ
চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের
ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

চট্টগ্রাম
১-১২-৯৬

পত্র ১৪৮ ॥ তোমাদের কলেজে দেশের একজন খ্যাতনামা কবির আগমন উপলক্ষে একটি অভিনন্দন পত্র রচনা কর।

ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা কলেজে
কবি শামসুর রাহমানের আগমন উপলক্ষে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান অতিথি,

ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনার শুভাগমনে আমরা আনন্দিত ও গৌরবান্বিত। আপনি আমাদের আনন্দিত হৃদয়ের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনার সহৃদয় উপস্থিতি আমাদের অফুরন্ত প্রেরণার অনাবিল উৎস। আপনাকে আমরা নিবেদন করছি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য।

কৃতী কবি,

আপনার দীর্ঘ জীবনের সাধনায় বাংলাদেশের কাব্যধারাকে আপনি সমৃদ্ধ করেছেন। আপনার নব নব দানে বিশ্বের কাছে মর্যাদা লাভ করেছে বাংলাদেশের সাহিত্য। তাই আপনার প্রাচুর্যপূর্ণ অবদানের জন্য আমরা গর্বিত। আপনার কুশলী লেখনীতে বিধৃত হয়েছে এদেশের মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দবেদনার কথা। আপনার কাব্যে পেয়েছি গ্রামবাংলার মানুষের জীবন্ত চিত্র। আপনার কবিতায় শুনেছি শহর জীবনের কলরব মুখরতা। নিজেদের চেনার অপূর্ব সুযোগ পেয়ে আমরা

আপনার কবিতা সে চেতনাকে বাংলাদেশের মানুষের জীবনে সঞ্চারিত করে দিয়েছে। আমরা আপনার কবিতার মাধ্যমে প্রিয় মাতৃভূমিকে আপন বলে বরণ করতে পেরেছি। আপনার এই অবদান চিরদিন অম্লান হয়ে থাকুক।

প্রিয় সুহৃদ,

আপনার শুভাগমন আমাদের জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আপনার উপস্থিতি, আপনার বাণী আমাদের অনাগত কালের অফুরন্ত প্রেরণা হয়ে থাকবে।

আপনার দীর্ঘ সুখী জীবন আর সবল লেখনী আমাদের কাম্য।

গুণমুগ্ধ
ছাত্রীবৃন্দ
ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

ঢাকা
১-১২-৯৬

পত্র ১৪৯ ॥ তোমাদের কলেজ পরিদর্শনে শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের আগমন উপলক্ষে একটি অভিনন্দন পত্র রচনা কর।

বরিশাল সরকারী ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর মুহম্মদ ইউনুস মিয়ার শুভাগমনে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে মহান অতিথি,

সুদীর্ঘ কালের ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষার পাদপীঠে আপনার শুভাগমনে আমরা পরম আনন্দিত। আপনি আমাদের উৎফুল্ল হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করুন। এই শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে পেয়ে আমরা আপন জনকেই ফিরে পেয়েছি। তাই আপনি আমাদের কৃতজ্ঞতাসিক্ত অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

হে প্রবীণ শিক্ষাবিদ,

আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে আজকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব আপনার ওপর বর্তিয়েছে। আমাদের সমস্যাসঙ্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায় আপনার নিপুণ হাতের সোনার কাঠির স্পর্শে এক নতুন প্রাণচাঞ্চল্য জেগে উঠবে বলে আমরা আশান্বিত। আপনার সুচিন্তিত নির্দেশনা আমাদের বিভ্রান্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিক লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আপনার কাছে আমাদের সেই প্রত্যাশা উন্মুখ হয়ে আছে।

হে পরম সুহৃদ,

আপনি আমাদের পরম আপনজন বলে আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। বিদ্যাপীঠে অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান থাকলে সাধনার পথ সহজতর হয়, জাতি এখান থেকে লাভ করতে পারে সুযোগ্য সন্তান। আপনার সুযোগ্য নির্দেশনায় এই মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার সেই মহান লক্ষ্যে নিবেদিত হবে বলে আমরা আশান্বিত।

আপনার কাছ থেকে লব্ধ প্রেরণা আমাদের মহত্তর জীবন গঠনে উদ্দীপ্ত করুক।

আপনার সুন্দর জীবন কর্মমুখরতায় পরিপূর্ণ থাকুক এই আমাদের কামনা।

বিনয়াবনত
ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
সরকারী ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

বরিশাল
১০-১২-৯৬

পত্র ১৫০ ॥ তোমাদের কলেজে কোন মাননীয় ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে একখানি মানপত্র রচনা কর।

খুলনা সরকারী ব্রজলাল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান অতিথি,

দেশের এই সুপ্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনার শুভাগমনে আমরা পরম আনন্দিত ও গৌরবান্বিত বোধ করছি। আজকে আপনার সান্নিধ্য আমাদের উদ্দীপ্ত করেছে। আপনি আমাদের সশ্রদ্ধ চিত্তের অকৃত্রিম অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

কুশলী কর্মবীর,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে আপনার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের গতিশীল ধারা সূচিত হয়েছে। জাতীয় বাজেটের সর্ববৃহৎ বরাদ্দ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সারা দেশ জুড়ে নিয়ত কর্মমুখর। শিক্ষার সর্ববিধ উন্নয়নের লক্ষ্যে আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টা নিবেদিত। তাই জাতি আজ শিক্ষার অভীপ্সিত লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। এ গৌরব আপনারই যথার্থ প্রাপ্য।

জনদরদী নেতা,

জাতির বৃহত্তর কল্যাণে আপনি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়োজিত করেছেন। শিক্ষার্থীর কল্যাণে গৃহীত ব্যবস্থাদি প্রশংসিত হয়েছে। শিক্ষকদের কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপ শিক্ষক সমাজকে উৎসাহিত করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল হতে চলেছে। শিক্ষাকে আপনি নিয়ে এসেছেন জীবনের কাছাকাছি। আপনার সকল প্রচেষ্টা জাতির কল্যাণে নিবেদিত হয়েছে। জাতিকে পরিচালিত করেছে গৌরবের পথে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পেও নিয়োজিত হবে আপনার সাধনা।

মহান সুহৃদ,

আপনার আগমন আমাদের উৎসাহিত করুক, আপনি সুখী জীবন যাপন করুন আর জাতি আপনার কাছ থেকে আরও উপকৃত হোক—এই আমাদের কামনা।

গুণমুগ্ধ
সরকারী ব্রজলাল
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

খুলনা
২৫-১২-৯৬

পত্র ১৫১ ॥ কোন সাহিত্যসভায় সমাগত অতিথিবৃন্দকে সম্বর্ধনা জানাবার উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে একখানি সংক্ষিপ্ত মানপত্র রচনা কর।

রংপুর সরকারী কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে আয়োজিত সাহিত্যসভায় সমাগত অতিথিবৃন্দের প্রতি

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সমাগত সুধীবৃন্দ,

দেশের ঐতিহ্যবাহী এই সুবিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবেশে আয়োজিত বার্ষিক সাহিত্য সভায় আপনাদের সবাইকে আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি। আপনাদের সহৃদয় উপস্থিতি আমাদের মনে সীমাহীন প্রেরণার সঞ্চার করেছে। আপনারা উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

হে জনগণের প্রেরণাদাতা,

আপনার আদর্শ অনুসরণ করে, আপনার কর্মপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে এলাকার মানুষ নিজেদের জীবন ও সমাজকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলবে। আপনি সবার আশা-আকাঙ্ক্ষা জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

আপনার জীবন সুখী হোক, কল্যাণব্রতী কর্মচাঞ্চল্যে আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উৎসর্গিত হোক।

পলাশতলী
১-১২-৯৬

আপনার গুণমুগ্ধ
পলাশতলীর অধিবাসীবৃন্দ।

বিদায় সম্বর্ধনা

কোন ব্যক্তির বিদায় গ্রহণকালে যে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় তাকে বিদায় সম্বর্ধনা বা বিদায় অভিবাদন বলা হয়। যে কোন রকম বিদায় সব সময় বেদনাদায়ক। সেজন্য এ ধরনের বিদায় সম্বর্ধনায় হৃদয়ের বিচ্ছেদবেদনা প্রকট হয়ে ওঠে এবং মন বেদনায় অভিভূত হয়। তখন বেদনার সুরে বিদায়ী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়ে থাকে।

বিদায় অভিনন্দন পত্রে বিদায়ী ব্যক্তির গুণাবলী উল্লেখ করে প্রশংসা করা হয়। কোন দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করার কোন সুযোগ এতে নেই। অনেক সময় বিচ্ছেদবেদনায় হৃদয় আবেগাকুল হয়ে ওঠে এবং পরিণামে প্রশংসায় অতিরঞ্জনও করা হয়।

বিদায় অভিনন্দনের আকার বেশি বড় না করাই উত্তম। বাহুল্য বক্তব্য পরিহার করাও বাঞ্ছনীয়। ভাষা হবে গাম্ভীর্যপূর্ণ।

পত্র ১৫৩ ॥ তোমাদের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের বিদায় উপলক্ষে একটি বিদায় অভিনন্দন পত্র রচনা কর।

সিলেট সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ ডঃ ফজলুল করিমের বিদায়ে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিদায়ী শিক্ষাগুরু,

ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুদীর্ঘ দিন এর কর্ণধার হিসেবে সগৌরবে দায়িত্ব পালনের পর আজ বেজে উঠেছে বিদায়ের বেদনার সুর। জীবনে বৃহত্তর কর্তব্য পালনের আহবানে বহু পরিচিত এই শিক্ষাঙ্গন থেকে আপনাকে বিদায় নিতে হচ্ছে পরম বেদনার সাথে। বেদনাময় এই লগ্নে আপনি আমাদের ব্যথাহত হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন।

মহান কর্মবীর,

আপনার সুনিপুণ প্রশাসনিক দক্ষতায় এই প্রতিষ্ঠানটি জ্ঞান সাধনার মহান কেন্দ্র হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। এখানকার সুশৃঙ্খল পরিবেশে জ্ঞানার্জন করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে অগণিত শিক্ষার্থী। তাদের জীবনে আপনার কল্যাণকর স্মৃতি অম্লান হয়ে আছে। বর্তমান চঞ্চল ছাত্রসমাজের মধ্যে আমাদের এই বিদ্যাপীঠ শান্তির মরূদ্যান—আপনার কৃতিত্বের স্বাক্ষর। আপনার অপরিসীম জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়েছে আমাদের জ্ঞানপিপাসু হৃদয়। আপনার বিচক্ষণ নির্দেশনায় আমরা বিভ্রান্তি থেকে অব্যাহতি পেয়েছি। আপনার প্রদর্শিত পথে আমাদের অগ্রগমন হয়েছে সহজ সরল। আপনার এই অতুলনীয় অবদান আমাদের হৃদয়ে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

পরম সুহৃদ,

আপনার ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে আমাদের প্রগলভ হৃদয়ের আবেগ প্রশমিত হয়েছে। আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি কখনই আপনার চোখে বড় হয়ে ওঠেনি। এক মহান উদার হৃদয়ের সান্নিধ্যে আমরা এসেছিলাম। তার অনাবিল স্পর্শ আমাদের জীবনে মহত্ত্বের প্রেরণার উৎস। তাই আপনার বিচ্ছেদ বেদনা আমাদের কোমল হৃদয়কে গভীরভাবে অভিভূত করেছে। অক্ষয় হয়ে থাক আমাদের মনের এই বেদনাময় স্মৃতি।

আদর্শ সাধক,

আপনার প্রেরণা আমাদের হৃদয়ে আলোকবর্তিকা হয়ে থাক। অভিভূত হৃদয়ে আমরা কামনা করি আপনার দীর্ঘ সুস্থ কর্মময় জীবন, অনাবিল সুখ, অপরিসীম শান্তি। পরম দয়াময় আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করুন।

বিনয়াবনত
সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের
ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

সিলেট
২৫-১২-৯৬

পত্র ১৫৪ ॥ তোমাদের কলেজের কোন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে একখানি বিদায় সম্বর্ধনাপত্র রচনা কর।

কুমিল্লা মহিলা কলেজের বাংলার অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের বিদায়ে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিদায়ী সুহৃদ,

বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনের পর আজকে আপনার বিদায়ের পালা। উচ্চতর দায়িত্ব পালনের আহ্বানে আজ আপনি আপনার প্রিয় প্রতিষ্ঠানের প্রিয় ছাত্রীদের ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছেন। বিদায়বেলায় আপনার বেদনার সাথে আমাদের হৃদয়ও বেদনায় অভিভূত। আপনি আমাদের বেদনাহত হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করুন।

মহান কর্মী,

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আপনার নিষ্ঠা, ছাত্রীদের জীবন গঠনে আপনার আন্তরিকতা, নিয়মানুবর্তিতায় আপনার অনুরাগ প্রবাদের মত এতদঞ্চলে খ্যাতিমান। আপনি নিরলস সাধনায় ছাত্রীদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন। তাদের অনেকেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে আপনার সুচিন্তিত দিক নির্দেশনার ফলে। আপনি আপনার ছাত্রীদের জীবনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছেন। তাদের হৃদয়ে আপনি উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে থাকবেন। আপনার কর্মানুরাগের প্রেরণা চিরদিন আমাদের উদ্দীপ্ত করবে। আপনার স্নেহশীল হৃদয়ের নিবিড় সান্নিধ্য চিরদিন আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আদর্শ গুরুজন,

চলার পথে অনেক সময় আমরা বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছি। প্রগলভতা হয়ত কখনও মনে বিভ্রান্তি এনেছে। কিন্তু আপনার সচেতন মনে আমাদের ক্রটি ধরা পড়লেও আপনার স্নেহচ্ছায়ায় তা ক্ষমা লাভ করেছে। সঠিক পথ আমরা খুঁজে পেয়েছি। আপনার সাহচর্য আমাদের আনন্দময় স্মৃতি হয়ে থাকবে। আমাদের সান্নিধ্য কখনও বেদনার কারণ হয়ে থাকলে তা আপনার স্মৃতিতে সঞ্চিত থাকবে না এমন প্রত্যাশা আমাদের হৃদয়ে জাগরূক রয়েছে।

পরিশেষে, আমরা কামনা করি আপনার সুস্থ কর্মময় জীবন। দয়ালু বিধাতা আপনার সহায় হোন।

বিচ্ছেদ বেদনাকাতর
কুমিল্লা মহিলা কলেজের ছাত্রীবৃন্দ।

কুমিল্লা
১-১২-৯৬